আনন্দবাজার পত্রিকা
পাত্র পাত্রী
সেরা পাত্রের ঠিকানা । সেরা পাত্রীর ঠিকানা

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

www.anandabazar.in

কলকাতা ৩২ শ্রাবণ ১৪১৩ বৃহস্পতিবার ১৭ অগস্ট ২০০৬ শহর সংস্করণ ২.৫০ টাকা

১৬ পাতা CE

আনন্দবাজার পত্রিকা
পাত্র পাত্রী
সেরা পাত্রের ঠিকানা । সেরা পাত্রীর ঠিকানা

খবর
এক নজরে

ইম্ফলে ইস্কন মন্দিরে গ্রেনেড হানায় হত ৫

■ ইম্ফলে রক্তাক্ত রাসলীলা উৎসব। বুধবার সন্ধ্যায় শহরের উপকণ্ঠে তুলিহাল বিমানবন্দরের কাছে ইস্কনের মণি মন্দিরে গ্রেনেড হামলায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৫০-এর বেশি। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের সংখ্যা আশঙ্কাজনক। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মন্দিরে হাজার পাঁচেক ভক্তের সমাগম হয়েছিল। মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ জনা কয়েক যুবক পায়ে হেঁটে এসে গ্রেনেড ছুড়ে পালিয়ে যায়। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বীরকুমার দাস সিংহ নামে ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ ও বছর আষ্টেকের একটি শিশু। বিদেশি নাগরিক আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। সপ্লিন্টার লেগেছে মন্দিরের প্রধানপুরোহিত দামোদর দাসের গায়েও। ইম্ফল পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কে খোংসাই বলেন, "এই প্রথম ইম্ফল শহরের ভিতরে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এত বড় ঘটনা ঘটল।" তবে কোনও উগ্রপন্থী সংগঠন এখনও এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী ওক্রাম ইবোবি সিংহ।

ব্যথিত তসলিমা

■ ভারতে থাকার জন্য পাওয়া ছাড়পত্র বাতিল তসলিমা নাসরিনকে ট্যুরিস্ট ভিসা দিয়েছে ভারত। ওই ভিসায় তিনি আরও ছ'মাস ভারতে থাকতে পারবেন। এ দেশে পাকাপাকি ভাবে বসবাসের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় তসলিমা বিস্মিত। তিনি বলেন, "আমি কোনও অপরাধ করিনি। তবে কেন এই শাস্তি দেওয়া হল?" *(সবিস্তার পৃঃ ৬)*

তিন দিনে দিঘায় মৃত তিন

■ বুধবার সকালে স্নান করতে নেমে সমুদ্রে তলিয়ে যান এক যুবক। তাঁর নাম মহম্মদ নুরুল (১৮)। বাড়ি কলকাতার তালতলা লেনে। মঙ্গলবার বন্ধুদের সঙ্গে তিনি দিঘায় এসেছিলেন। মঙ্গলবার বিকালে ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে যান মহম্মদ শাহবাজ (১৭)। তার বাড়ি হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায়। ১৪ তারিখ রাতে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হয় ৪৬ বছরের নকুল গোস্বামীর। বাড়ি পাঁশকুড়ার বৃন্দাবনচকে।

চলবে দুর্যোগ

■ বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের ফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। সমুদ্র উত্তাল। মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে যেতে পারছেন না। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। কখনও জোরে, কখনও ঝিরঝিরে— বৃষ্টি চলছে দিনভর। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে ওই গভীর নিম্নচাপ পারাদীপ ও দিঘার মাঝখান দিয়ে স্থলভূমিতে ঢুকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তাই দুর্যোগ চলবে। নিম্নচাপ যদি রাতেও বালেশ্বরের ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করে, তা হলে বিপদ বাড়বে বলে জানিয়েছেন আবহবিদেরা। *(সবিস্তার পৃঃ ৬)*

আপনার মতে

শ্রীলঙ্কায় নিরাপত্তা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা কি বাড়াবাড়ি করল?

এসএমএস করুন ৮২৪৩ নম্বরে
'হ্যাঁ' হলে লিখুন: **Apoll a**
'না' হলে লিখুন: **Apoll b**
উত্তর পাঠান হাচ, এয়ারটেল, টাটা ইন্ডিকম, রিলায়েন্স ইন্ডিয়া বা বিএসএনএল মোবাইল থেকে।

প্রশাসনের ত্রুটিতেই কি স্টেশনে, বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বেহাল?

হ্যাঁ	৯১%	না	৯%

রোগিণীতে হৃৎকম্প আমেরিকার, কিশোরে নাকাল ব্রিটেন

বস্টন ও লন্ডন, ১৬ অগস্ট: আটলান্টিকের এক পারে ফস্কা গেরো। অন্য প্রান্তে বজ্র আঁটুনি।

আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ কথা ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিল ব্রিটেন এবং আমেরিকার নিরাপত্তা বিভাগ। এক দিকে, গ্যাটউইক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙল দু'বার। প্রথমে বারো বছরের এক মানসিক ভারসাম্যহীন বালক। পরে ওয়ালেটের খোঁজে হ্যাঙ্গার পর্যন্ত চলে যাওয়া এক ব্যক্তি। অন্য দিকে, ওয়াশিংটনগামী বিমানে এক মহিলার সঙ্গে কর্মীদের বচসা এবং চেঁচামেচির ফলে ডাকা হল যুদ্ধবিমানকে! নিরাপত্তার কারণে বিমানটি মুখ ঘুরিয়ে ওয়াশিংটনের বদলে চলে এল বস্টনে।

মাত্র ছ'দিন আগে বড় মাপের নাশকতা থেকে বেঁচে যাওয়া লন্ডনের বিমানবন্দরে নিরাপত্তার হাল এখন কেমন, দুই ঘটনায় সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আজ। কিন্তু আটলান্টিকের ও পারে মার্কিন ভূখণ্ডে মহিলা যাত্রীর চেঁচামেচিকে কেন্দ্র করে যে নাটকটা হয়ে গেল, তার তুলনা খুব কমই মেলে। শুধু নিরাপত্তার কড়াকড়ি কয়েক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেওয়াই নয়, ওই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরপর ঘটে গেল একাধিক ঘটনা। এবং ছড়াল গুজব, যার কেন্দ্রে রয়েছে সেই আল কায়দা।

লন্ডন থেকে আটলান্টিক পেরিয়ে আজ সকালে আমেরিকার আকাশে ঢোকে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৯২৩। এই বিমানের এক মহিলা যাত্রী যে ক্লস্ট্রোফোবিক, সেটা তখনও জানতেন না বিমানের কর্মী ও সেবিকারা। এই অসুস্থতার জন্যই বদ্ধ জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না ওই মহিলা। দমবন্ধ হয়ে আসে তাঁর।

এ দিনও একই কারণে তাঁর উত্তেজনার মাত্রা হঠাৎই বেড়ে যায়। বিমানকর্মী ও সেবিকাদের সেই বিষয়েই তিনি কিছু জানাতে যান। বোধহয় বলতে যান, তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আর ভুল বোঝাবুঝির শুরু সেখান থেকেই। তাঁর চিৎকারে বিমানসুদ্ধু লোক চমকে ওঠে। শুরু হয়ে যায় গোলমাল। এই অবস্থায় দু'জন সহযাত্রীকে পাশে পেয়ে যান ওই মহিলা। তিন জনের সঙ্গেই বিমানের কর্মী ও সেবিকাদের কথা কাটাকাটি চলতে থাকে।

এই বিমানেই যত বিপত্তি। বস্টনে জরুরি অবতরণের পরে। — রয়টার্স

গোলমালের শব্দে বিমানচালকও ঘাবড়ে যান। তিনি ওয়াশিংটনে না গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে আসেন বস্টনে। পরে তিনি বলেছেন, নিরাপত্তার কারণেই যাত্রার অভিমুখ বদলান তিনি। লন্ডন থেকে ওয়াশিংটনের পথে না পড়লেও সেই রুটের থেকে বস্টন বেশি দূরে নয়। তাই সেখানে নামাই মনস্থ করেন তিনি।

এর মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে যায় আমেরিকার নিরাপত্তা বিভাগে। রটে যায়, মহিলার হাত-ব্যাগ থেকে মিলেছে একটি স্ক্রু ড্রাইভার, ভেসলিন এবং এক বাক্স দেশলাই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাঁর ব্যাগ থেকে নাকি মিলেছে এমন দু'টি নথি যেখানে উল্লেখ রয়েছে আল কায়দার।

ব্যস! ওই একটি নামেই নিরাপত্তার কড়াকড়ি তিন গুণ বেড়ে যায়।

প্রথমেই মার্কিন বিমানবাহিনীর দু'টি যুদ্ধবিমান চলে আসে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বিমানটিকে পাহারা দেওয়ার জন্য। তার পরে নামেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সঙ্গে পুলিশ কুকুর। যাত্রীদের সমস্ত মালপত্র বিমানের পেট থেকে বের করা হয়। তার পরে রানওয়ে জুড়ে একটি একটি করে ছড়িয়ে ফেলা হয়। কুকুর দিয়ে প্রতিটি লাগেজ পরীক্ষা করানো হয়।

যতক্ষণ রানওয়েতে এ সব ঘটছিল, যাত্রীরা ছিলেন বিমানেই। এর পরে কুকুর ঢোকে সেখানে। আরও এক

এর পর পাঁচের পাতায়

দক্ষিণ আফ্রিকার সিদ্ধান্তে চটে লাল শ্রীলঙ্কা ● তিনটি ম্যাচ খেলবে ভারত

বৃষ্টিকে ছাপিয়ে ক্রিকেটের পথের কাঁটাও সন্ত্রাস। তারই জেরে ভেস্তে গেল ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা। বুধবার কলম্বোয়। — এ এফ পি

পোলকরা দেশের পথে, রাহুলদের আশার আলো

গৌতম ভট্টাচার্য ● কলম্বো

১৬ অগস্ট: কারও পৌষমাস! কারও সর্বনাশ!

বিস্ফোরণোত্তর কলম্বোয় ক্রিকেটার-নিরাপত্তা নিয়ে অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত, দক্ষিণ আফ্রিকানদের নাম প্রত্যাহার এবং প্রতিকূল আবহাওয়া কি সত্যিই অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিল ভারতের জন্য? যেখানে দাঁড়িয়ে তারা বলতে পারে শ্রীলঙ্কা আর এ বার তুমি অপরাজেয় থাকছ না। কবচকুণ্ডল কেড়ে নিতে পেরেছি তোমার। এ বার আর তোমার চক্রব্যূহে মরতে নয়, সত্যিই মারতে এসেছি।

ইউনিটেক কাপ তো বাতিল হয়ে গিয়ে দু'দেশীয় এক দিনের সিরিজ হয়ে দাঁড়াল। খেলা যথাক্রমে আগামী শুক্র, রবি আর মঙ্গলবার। কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ, ভারতের আবেদনে সাড়া দিয়ে ম্যাচ প্রেমদাসা থেকে সরিয়ে নিল শ্রীলঙ্কা বোর্ড। খেলাগুলো হবে সিংহলিজ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে। প্রেমদাসা বা খেত্তারামার মতো যা ওয়ান ডে-তে মুরলীদের প্রিয় মৃগয়াভূমি নয়। অজয় জাডেজা তো ম্যাচ এস এস সি মাঠে সরেছে শুনেই বলতে শুরু করে দিয়েছেন, "রাহুল ট্রফি নিয়ে ফিরবে।" তিনি বা অন্য ক্রিকেটারেরা অকাট্য যুক্তি দেবেন, এস এস সি-তেও শ্রীলঙ্কা যথেষ্ট ভাল টিমই থাকবে, কিন্তু অন্য দুটো মাঠে যে বাড়তি সুবিধে পেত সেটা পাবে না। প্রেমদাসার বড় ফাইনালগুলোয় শুধু তো মুরলী নন, জয়সূর্যের বাঁ হাতি স্পিনও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক হিসেবে হাজির হয়েছে। তুলনামূলকভাবে প্রেমদাসা আউটফিল্ড এত মন্থর হয়ে পড়ে যে ২০-৩৫ ওভারের ভেতর বাউন্ডারি না পেয়ে বিদেশি টিমগুলো সেখানেই শ্রীলঙ্কা স্পিনারদের হাতে খেলা তুলে দেয়। এস এস সি অনেক পেস বোলার সহায়ক পিচ। গড়পড়তা স্পিনারের বল ইউরোপীয় ক্লে-তে পড়ার মতো আটকে আটকে আসবে না। স্বচ্ছন্দে স্ট্রোক খেলতে পারবেন সহবাগ-সচিনরা। অন্য সময় হলে শত অনুরোধেও মাঠ বদলে রাজি হত না শ্রীলঙ্কা। এখন উপায় নেই। টুর্নামেন্টের তিন দিনেও একটা বল মাঠে পড়েনি। আবহাওয়া ভাল হচ্ছে না। এখন যে মাঠে খেলা শেষ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তাকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। নিজের টিমের অগ্রাধিকার উপেক্ষা করে হলেও।

এ দিন সকাল সওয়া ছ'টায় কান ফাটা প্রচণ্ড আওয়াজে অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেটাররা অনেকে ধরে নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা সফর এখানেই শেষ। আজই শেষ। আওয়াজ শুনে যাঁরা ধড়ফড় করে উঠে বসেন, সবাই ভেবেছিলেন হোটেলের কাছে দ্বিতীয় কোনও বিস্ফোরণ হল বুঝি। এবং সিরিজ শেষ। দ্রুতই বোঝা যায় ওটা বিদ্যুৎগর্জন। তারই সঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি। সেই সকালে বজ্রবিদ্যুতের বিস্ফোরণ থেকে নাটক চলল অবিরাম। দক্ষিণ আফ্রিকা জানিয়ে দিল আইসিসি নিরাপত্তা পরামর্শদাতা এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী তারা কলম্বো নিজেদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করছে, তাই দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা টিমের ম্যানেজার গুলাম রেজাকে তীব্র ছুটোছুটি করতে দেখলাম ২২টা বিজনেস ক্লাসের টিকিটের জন্য। "যত তাড়াতাড়ি পারি এই শহর ছাড়তে চাই আমরা। দরকার হলে দুটো গ্রুপে তো তাই সই," বললেন গুলাম।

এর পর দশের পাতায়

চাপের কূটনীতিতে স্থগিত শান্তিপ্রক্রিয়া, মুশারফের হাল বুঝে এগোবে নয়াদিল্লি

শঙ্খদীপ দাস ● নয়াদিল্লি

১৬ অগস্ট: আপাতত ইসলামাবাদের সঙ্গে শান্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি।

পারভেজ মুশারফ ডিসেম্বর নাগাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করাতে চান বলে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওই সময়েই নির্বাচন হবে ধরে নিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত শান্তিপ্রক্রিয়া কার্যত স্থগিত রাখা হবে। ইসলামাবাদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও মনমোহন সরকারের সিদ্ধান্ত, নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কূটনীতির গতিপ্রকৃতি স্থির হবে। সীমান্ত-সন্ত্রাস নিয়ে তত দিন মুশারফকে চাপে রাখবে ভারত। সেই সঙ্গে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাস প্রসঙ্গে মার্কিন প্রশাসন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর চাপ দেওয়া হবে। কূটনীতিককে বহিষ্কার-পাল্টা বহিষ্কারের পরে এ বার পাক কূটনীতিকদের দিল্লি পুর এলাকার বাইরে যেতে বারণ করা হয়েছে।

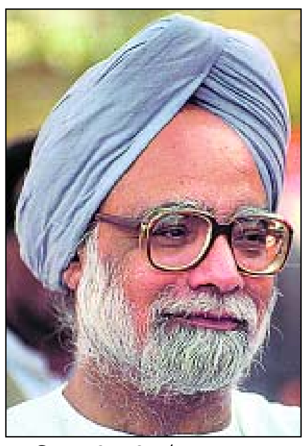

গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে নয়াদিল্লির ধারণা, ঘরোয়া রাজনীতিতে কিছুটা বেকায়দায় রয়েছেন পাক প্রেসিডেন্ট এবং তা বাড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে 'দুর্বল' মুশারফের সঙ্গে চাপের খেলায় এগনো সহজ হবে। পরিস্থিতি বুঝতে তাই ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় দিল্লি। গতকাল স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর কড়া বক্তব্য সেই মনোভাবেরই প্রতিফলন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মনমোহন বুঝিয়ে দিয়েছেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি পরিকাঠামো না ভাঙলে শান্তি আলোচনায় অগ্রগতি কখনওই সম্ভব নয়। বলেছেন, "এ ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য শান্তির বাতাবরণ অপরিহার্য। শান্তি প্রক্রিয়ায় সমর্থন রয়েছে ভারতের জনগণের। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে দেশ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না করলে সেই জনমতের অবমাননা করা হয়।" এই মন্তব্যের প্রেক্ষিত অবশ্যই মুম্বই বিস্ফোরণ ও কাশ্মীরে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি। পাশাপাশি নয়াদিল্লির কূটনীতির নয়া কৌশলও রয়েছে এর মধ্যে। মনমোহন সিংহ-প্রণব মুখোপাধ্যায়রা স্থির করেছেন, সন্ত্রাসের প্রশ্নে এ ভাবেই চাপে রাখা হবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কাঠামোয় আনুষ্ঠানিক শান্তি আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে নয়াদিল্লি।

সাধারণ ভাবে ২০০৭ সালে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা। পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনও ওই বছরই। সংবিধান অনুযায়ী নবনির্বাচিত পার্লামেন্ট ও আইনসভাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। কিন্তু মুশারফের দাবি, বর্তমান আইনসভাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারে এবং তিনি তা-ই করাতে চান। তা নিয়ে বিরোধীরা প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, নতুন পার্লামেন্টে ও আইনসভায় তাঁর জয় সহজ হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট নিশ্চিত নন মুশারফ। ওয়াজিরিস্তানে উপজাতিদের সঙ্গে এই মুহূর্তে প্রবল সংঘাত চলছে মুশারফ প্রশাসনের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সম্প্রতি সেখানে বিমান হানাও চালিয়েছে ইসলামাবাদ। সুযোগ বুঝে বিদেশে বসেই নওয়াজ শরিফ ও বেনজির ভুট্টো সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট কিছুটা চাপের মুখে। এই চাপ আরও বাড়বে বলে নয়াদিল্লির ধারণা। স্বাভাবিক ভাবেই মুশারফ কিছুটা বেকায়দায় থাকলে তাঁর উপর চাপ বাড়ানো সহজ হবে।

সম্প্রতি আকাশ-সন্ত্রাসে জড়িতদের গ্রেফতার করে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অবস্থানে নিজেদের বড় করে দেখালেও ভারতের কূটনীতিকদের ব্যাখ্যা, তলায় তলায় আন্তর্জাতিক মহলের চাপও আছে। আন্তর্জাতিক মহলেও তেমনই আলোচনা চলছে। এই সামগ্রিক চাপ বজায় রাখতে পারলে শেষ পর্যন্ত মুশারফ যদি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি নিয়ন্ত্রণে তৎপর হন, ভারতের লাভ। সব মিলিয়ে মুশারফের অবস্থা কী দাঁড়ায় তা দেখেই এগোতে চান মনমোহনেরা।

মুম্বইয়ে হামলার ছক কষেছিল ধৃত সোহেল-জুবের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট ও কলকাতা: কিছু দিনের মধ্যেই আবার কেঁপে উঠতে পারত মুম্বইয়ের রাজপথ বা লোকাল ট্রেনের কামরা। সীমানায় পাহারা দেওয়া কয়েক জন বি এস এফ জওয়ানের তৎপরতায় আপাতত ওই বিপদ এড়ানো গিয়েছে। লুকিয়ে ভারতে ঢুকে পড়া দুই জঙ্গি সোহেল আফজল ও মহম্মদ জুবেরের লক্ষ্য ছিল মুম্বইয়ে হামলা চালানো। হিঙ্গলগঞ্জে ধৃত ওই দু'জনের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের এই ধারণা হয়েছে। ওরা ছিল পাঁচ জন। সঙ্গে ছিল বাংলাদেশের দুই গাইড। এ-পারে অপেক্ষা করছিল মৌলালির এক জন।বাকিরা পলাতক।

পুলিশ জানায়, সোহেল থাকে পাকিস্তানের কাঁকাড়ালি থানার গুজরানওয়ালা গ্রামে। তার বাবা-মা মারা গিয়েছেন। বাড়িতে আছেন তিন বোন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই সে জইশ-ই-মহম্মদের একটি অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দেয়। জুবের রাওয়ালপিন্ডির চাকুয়াল জেলার চোহাসেরিনসা গ্রামের বাসিন্দা। তার বাবা-মা ওই গ্রামেই থাকেন। তিন ভাইবোনের মধ্যে জুবের বড়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পরে সে-ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়। তাদের পাসপোর্ট নেই। কিছু কাগজপত্র পেয়েছে পুলিশ। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে তাদের ই-মেলের বার্তাগুলিও। তাতে কলকাতার একটি 'লালবাড়ি' সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

শনিবার রাতে বাংলাদেশের নুননগর থেকে টিউবে করে কালিন্দী নদী পেরিয়ে হিঙ্গলগঞ্জে ঢোকার সময় ধরা পড়ে দু'জন। বয়স ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে। পুলিশ জানায়, গত দু'মাসে তারা সাত বার সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতার মৌলালি ও পার্ক সার্কাস এলাকার বিশেষ জায়গায় বহু একে-৪৭ রাইফেল এবং প্রচুর আর ডি এক্স পৌঁছে দেয়, যা পরে দিল্লি ও মুম্বইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আদালতের পথে ধৃত জঙ্গি। — সুমন বল্লভ

গোয়েন্দাদের মতে, নাসির নামে এক বাংলাদেশি তাদের নিয়ে আসছিল। নাসির বলেছিল, মৌলালিতে সোহেলদের পৌঁছে দেবে সে। সেখানে চাচা নামে এক ব্যক্তি থাকবে। জেরা করে গোয়েন্দারা জেনেছেন, সোহেলদের মুম্বই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল চাচারই। মুম্বইয়ে গিয়ে তাদের কী করনের 'কাজ' করতে হবে, তা নাকি চাচাই বলে দিত। এই প্রসঙ্গেই বসির ভাই ও রশিদ ভাই নামে দু'জনের কথা জানতে পেরেছে পুলিশ।

২০০০ সালের জুনে সোহেল-জুবের ৪০ দিনের জন্য অধিকৃত কাশ্মীরের বালকোই অঞ্চলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়। পরে দফায় দফায় সেখানে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণও পেয়েছে তারা। পুলিশ জানায়, ওই দু'জন মাস দুয়েক আগে করাচি থেকে ঢাকার মিরপুরে যায়। শনিবার রাতে নুননগর থেকে দুই বাংলাদেশি এবং পাঁচ পাকিস্তানি আলাদা আলাদা টিউবে চড়ে বৃষ্টির মধ্যে কালিন্দী নদী পেরোচ্ছিল। নদীর পাড়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মৌলালির এক বাসিন্দা। চাঁড়ালখালিতে তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করেন সীমান্তরক্ষীরা। পা পিছলে পড়ে গিয়ে সোহেল ও জুবের ধরা পড়ে যায়। দুই বাংলাদেশি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালায়। বাকিরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। ওই চার জনের খোঁজে সুন্দরবন এলাকায় জোর তল্লাশি চলছে।

বুধবার রাতে এক পুলিশ অফিসারকে ফোন করে জানানো হয়, ওই দু'জনকে আদালতে তোলা হলে তাদের অপহরণের ছক কষা হচ্ছে। কোথা থেকে কে বা কারা ফোনটি করেছিল, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এ দিন দুপুরে সোহেল ও জুবেরকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক দু'জনকে ১৪ দিন সি আই ডি-র হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

PIXMA
Canon
Delighting You Always

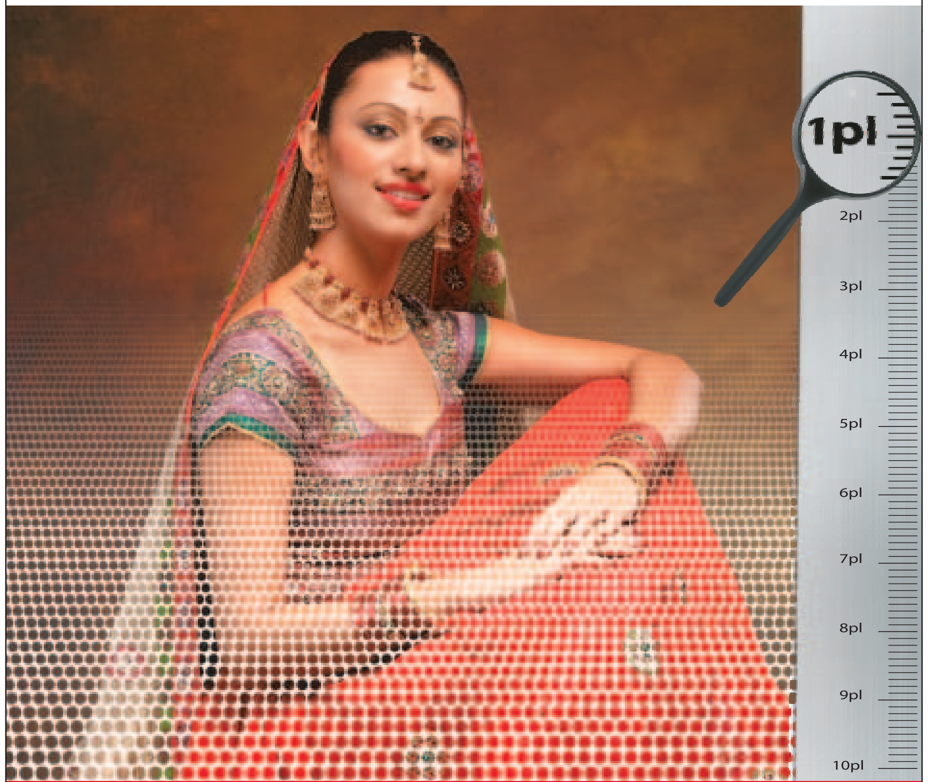

ইঙ্ক ড্রপলেট যতই ছোট, পিকচার তত সুক্ষ্মতম।

Picolitre ADVANTAGE

মাইক্রোস্কোপিক 1pl ইংক ড্রপলেটের সঙ্গে আপনার পিকচারগুলিকে জীবন্ত করে তুলুন। এবার নতুন PIXMA শ্রেণির প্রিন্টারগুলি এলো সম্পূর্ণ নতুন পিকোলিটার সুবিধায় সজ্জিত হয়ে যা দেয় মাইক্রোস্কোপিক 1pl (ন্যূনতম সাইজ)# ইংক ড্রপলেটস। আর 9600 dpi (সর্বাধিক রেজোলিউশন)*। এটি সুনিশ্চিত করে অনেক বেশি সংখ্যার ড্রপলেটস-এর যা ঝকঝকে ক্ষুরধার প্রিন্ট এবং জীবন্ত কালারের কারণ হয়। পিকোলিটার সুবিধা গ্রহণ করুন এবং PIXMA-র সঙ্গে উপভোগ করুন অতুলনীয় প্রিন্ট কোয়ালিটি।

PIXMA MP450 (AIO) | PIXMA MP500 (AIO) | PIXMA MP800 (AIO) | PIXMA iP4200

ক্যানন ইংকজেট এবং অল-ইন-ওয়ানের সম্ভার থেকে বেছেনিন।
PIXMA iP1200, iP1600, iP6210D, iP6220D, iP6600D, iP8500, iP90, MP150, MP160, MP530, MP760, MP780 & MP830

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering | ChromaLife 100 | PictBridge

মডেল অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যগুলিতে পার্থক্য থাকতে পারে। #এর শ্রেণিতে ক্ষুদ্রতম (1pl ন্যূনতম সাইজ) *ইংক ড্রপলেট গুলিকে ন্যূনতম ক্ষেত্রে 1/3780 সে.মি.-র পিচে রাখা যেতে পারে। •ক্যানন ফেটো প্লাস গ্লসি পেপার ব্যবহৃত ডিফল্ট মোড ড্রাইভিং সেটিং ভিত্তিক। সিস্টেমের গঠনতন্ত্র, ইন্টারফেস, সফটওয়্যার, ডক্যুমেন্টের জটিলতা, প্রিন্ট মোড, পাতার কভারেজ এবং ব্যবহৃত কাগজের ধরণের ওপর প্রিন্টের গতি নির্ভর করে। +অফার স্টক থাকা পর্যন্তই। ##কোন পুরাতত্ত্বমূলক অ্যালবামে প্লাস্টিক কভারে মুড়ে অন্ধকারে রাখলে প্রিন্টগুলি 100 বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। •শর্তাবলী প্রযোজ্য।

For Further Information Call Canon: 1800 345 3366/39010101 OR VISIT US AT www.canon.co.in

Canon It Imaging Zone: KOLKATA: Computer Exchange 22293904, Sunshine Infocomm 24656463, Concepts Unlimited 24722720, Computer World 24630695, Micronics Enterprise 23200379, Galaxy Computech 9830163236, Computech & Printech 25864642, Micronics Enterprise 9339860503, 9830436451, Galaxy Computech 9830163236, Hitech Gallery 9830239120, Computech & Printech Solution 9831512869, Concept Unlimited 9331005188, Sunshine Infocom Pvt. Ltd 9830564120, 9831069205, **PURULIA:** Digital Technologies 9932635733, **SILIGURI:** Tejpal & Sons 9434044628, 9434131704. **AUTHORISED DEALER: KOLKATA: G.C.Avenue** Supreme 22119355, Alco 22345578, Balaji 9831959818, Berlia Compu 22120287, Eastern Logica 22256539, Computer World 22345926, Savera Mktg. 22250149, StarComp 22251989, PC Laptop Bazar 22252784, Mars 22537120, Lalani Int. 22115285, **Chandhni Chowk:** Arihant Infotech 22127871, Origin 22344051, R.V.Enterprise 22129517, Shree Computech 22537220, Mohit 22537198, Jain Computer 22128008, **Dalhousie:** Jindal Computers 22427284, R.P.Comm 22205396, Makesworth 22108505, Shivam Impex 22436752, **C.R. Avenue:** Bengal Tracom 22348416, Velocity 22129564, **Lenin Sarani:** Technozone 22152789, Zenix 22155437, Systems & Software 9831151990, **AJC Bose Road:** New Millennium 22872597, Vikash Computer 22401814, **Ashutosh Mukherjee Road:** Sevi Computers 24558309, **Tollygunge:** Comptech 24110962, **Behala:** Computer Technology 24454875, Hardsoft 30909278, **Santoshpur:** Right Click 24162598, **Hazra:** Add System 24751399, **Gariahat:** SIPL 24610337, **College Street:** Manik information 9830152626, **ShyamBazar**: Mondal Computers 25550614, **Ultadanga:** Capital Electronics 23558529, **HOWRAH:** Durga Computers 26431800, **DUMDUM:** Essem Computer 25489071, **KRISHNANAGAR:** S.G.Com Solus 9434119804, **CHANDANNAGORE:** Compucare 9433001237, **BARASAT:** Iguana 9433110298, **GANGARAMPUR:** Logica Systems 9434325210, **SONARPUR:** Utsab Infotech 9830086024, **BAGUIHATI:** Xeon Infotech 25766881, **BARDHAMAN:** Computer World 2540808, **BHERAMPORE:** Delta Computer 9434000827, XL Infotech 263494, **MALDA:** Microprocess 03512-22148, **SILIGURI:** Tejpal & Sons 2430288, **ASANSOL:** Sky Computers 9434101320, AV Comptech 9434147934, Supercomp 9434134469, Khushi Infotech 9434311479, **SURI:** City Computer 9434195548, **DURGAPUR:** Computer Wizard 9832212632, Doors@ 2549726, Multipoint 9434009989, Raj International 3295885, Netsoft 9434238072, CTG Computers 9434201041, **PURULIA:** Vishwakarma 230012, **AGARTALA:** Access Computer 9436126547 P.C Computers 9436124184, Satyam Mohan Infosys 9436123153, MultiMedia 9436120091, **GANGTOK:** Ramesh & Brothers 03592-222190.**KOLKATA: Canon Care Center: 22257966/22257967.**

dentsumarcom/canon/1301/06